সংবাদ

তারিখ 8 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আদালতের নিষেধাজ্ঞা

শাহজাদপুরে আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ নিয়ে অনিশ্চয়তা

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে শাহজাদপুরে আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশনের তিনতলা বিশিষ্ট ভবনের নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ভবনের স্থান নির্ধারণ নিয়ে উপজেলা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে রশি টানাটানির ফলে দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে এ ভবন নির্মাণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ব্যবস্থাপনায় দাতা সংস্থার অর্থায়নে শাহজাদপুরসহ দেশের ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCI) এর ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর আলোকে উপজেলা প্রশাসন কোর্ট ভবন চত্বরে ওই ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে। এক পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসন সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দক্ষিণ পাশে ওই ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

বিষয়টি জানাজানি হলে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের সেরেস্তাদার বাদী হয়ে গত ২২ জুলাই আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং- ও/সি ১৮৪/১৩। মামলায় সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এশিয়ান কোঅপারেটিভ লিমিটেডের মালিকসহ ৮ জনকে বিবাদী করা হয়। বাদী তার মামলায় আদালতের পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কোর্ট ভবন চত্বরের ১৫ বিঘা জমিতে বিবাদীগণ যাতে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে না পারে সে জন্য নিষেধাজ্ঞা আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে গত ২৩ জুলাই শাহজাদপুর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক জাহিদুল ইসলাম বাদীর প্রার্থনা অনুযায়ী কেন বিবাদীগণকে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা নির্মাণ কাজ থেকে বিরত করা হবে না তা নোটিস প্রাপ্তির এক দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। একই সঙ্গে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সব বিবাদীদের ওই কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা হয়। আদালতের এ নিষেধাজ্ঞার পর থেকে ওই ভবন নির্মাণের কাজ নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা অনিশ্চয়তা। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে ২০০৯ সনে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোর্টভবন চত্বরে আইসিটি ট্রেনিং সেন্টারের ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রস্তাব পাঠান। সে আলোকেই কোর্ট ভবন চত্বরে আইসিটি ট্রেনিং সেন্টারের ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সূত্রমতে গত ২৩ জুলাই থেকে এ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাসেল সাব্বির স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে আইসিটি ট্রেনিং সেন্টারের ভবন নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ইতোমধ্যেই সরকারি কৌঁসুলী (জিপি) মাধ্যমে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নোটিসের সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে আদালত তা মঞ্জুর করেছেন। অন্যদিকে উপজেলা আইনজীবী সমিতির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন ও সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ লাভলু জানান, উপজেলা পরিষদের অনেক জায়গা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কোর্ট ভবন চত্বরে এ ধরনের ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ না করে তারা ওই পরিত্যক্ত স্থানে আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন ভবন নির্মাণের দাবি জানান।